দৈনিক জনকণ্ঠ

JUL 13 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্র বলাৎকার ও নির্যাতনের ঘটনা ধামাচাপা দিতে রাজশাহী কাশেমী মাদ্রাসা বন্ধ ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী ॥ মহানগরীর সুলাতানাবাদ এলাকার কাশেমী ইসলামিয়া মাদ্রাসা হঠাৎ করেই ১৭ দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। ওই মাদ্রাসার এক শিক্ষক কর্তৃক এক ছাত্রকে বলাৎকার এবং অপর এক ছাত্রকে নির্যাতন করার ঘটনা ধামাচাপা দিতেই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র বলাৎকার ও নির্যাতনের ঘটনা ফাঁসের পর মাদ্রাসা বন্ধ ঘোষণা করায় স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মতে, শিক্ষকদের অপকর্ম ধামাচাপা দিতে কিছু শিক্ষক ও পরিচালনা পর্ষদের কিছু সদস্য জড়িত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, ওই মাদ্রাসার এক শিক্ষক কর্তৃক এক ছাত্রকে বলাৎকার করার ঘটনা ফাঁস করায় গত ৫ জুলাই মাদ্রাসার কতিপয় শিক্ষক ও পরিচালনা পর্ষদের কয়েক সদস্য বিচারের নামে মাদ্রাসার ছাত্র আঃ মতিনের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। এতে মতিন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে ১২ ঘণ্টা পর তাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরদিন মতিনের পিতা তাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে গেলে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ঘটনা ধামাচাপা দিতে তৎপর হয়ে ওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৯ জুলাই থেকে ১৭ দিন মাদ্রাসা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মাদ্রাসার একটি সূত্র জানায়, স্থানীয় একজন ঠিকাদারের (পরিচালনা পর্ষদ সদস্য) নির্দেশে ছাত্র মতিনের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছিল। পরে এ বিষয়ে মুখ না খোলার জন্য ওই ঠিকাদার ছাত্রদের হুমকি দেয়। এদিকে স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, প্রায় দুই যুগ আগে প্রতিষ্ঠিত কাশেমী ইসলামিয়া মাদ্রাসাটি বর্তমানে নানা অনিয়ম, দুর্নীতিতে ভরে উঠেছে। মাদ্রাসা খাতে প্রতিবছর ২০/২৫ লাখ টাকা আয় হলেও হিসাবের কোন অডিট হয় না।

স্থানীয় অধিবাসীদের তীব্র ক্ষোভ

মাদ্রাসার কতিপয় শিক্ষকের চরিত্র এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রশ্ন উঠলেও কতিপয় পরিচালনা পর্ষদ সদস্য তা ধামাচাপা দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মাদ্রাসার সুনাম ক্ষুণ্ন যাতে না হয় সে কারণেই এমন করা হয় বলে জানা গেছে। বরাবরের নানা অভিযোগের ন্যায় এবারও এক শিক্ষক কর্তৃক এক ছাত্রকে বলাৎকার এবং এই ঘটনা ফাঁস করার অভিযোগে মতিন নামের আরেক ছাত্রকে অমানুষিক নির্যাতনের ঘটনা ধামাচাপা দিতেই মাদ্রাসা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ এর আগে মাদ্রাসা ৭ দিনের বেশি বন্ধ হয়নি কোনদিন। এলাকাবাসী সমস্ত ঘটনা তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অবিলম্বে মাদ্রাসা খুলে দিয়ে সেখানে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন।